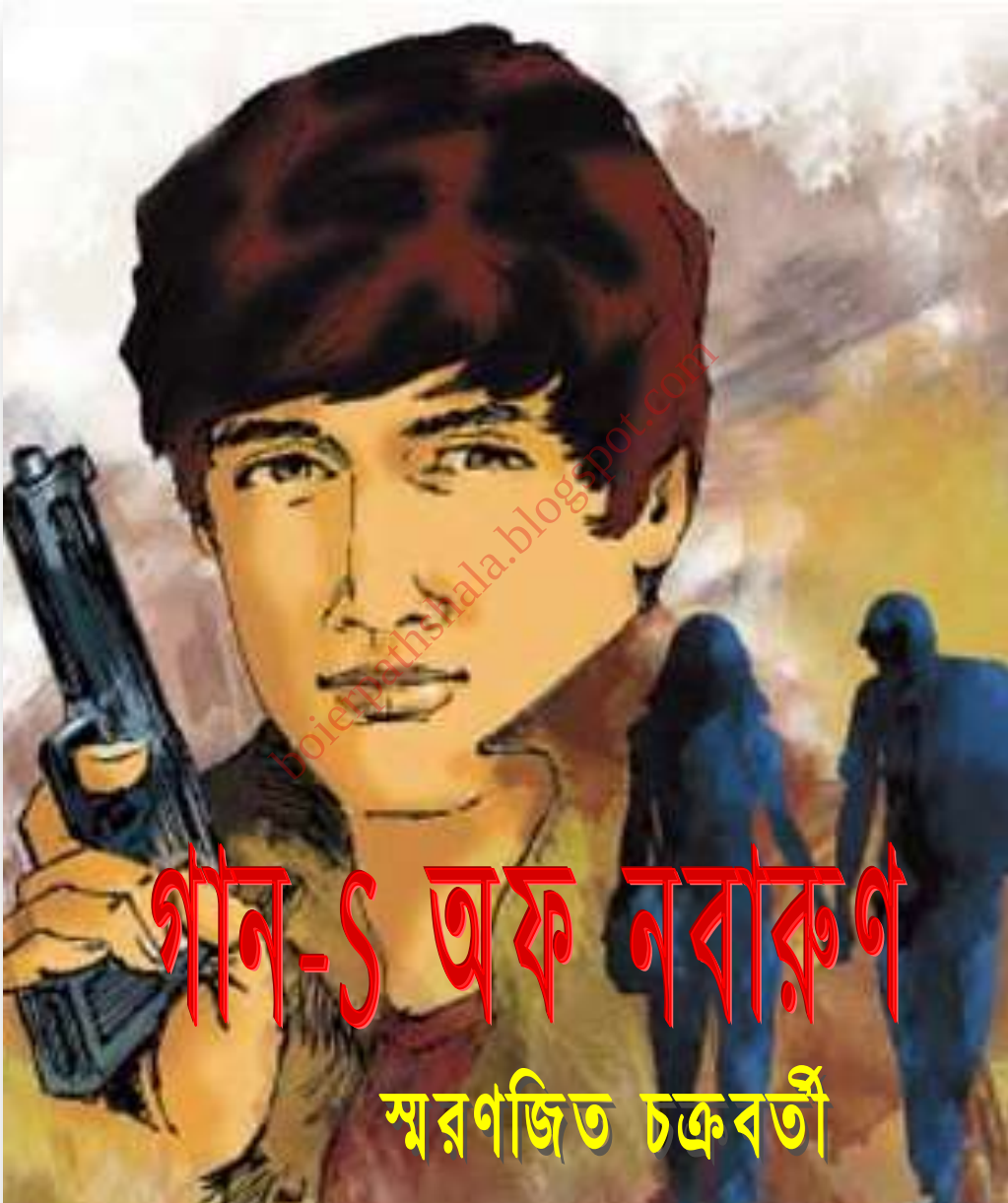

গান-ঽ অফ নবারুণ

স্মরণজিত চক্রবর্তী

boiethpathshala.blogspot.com

আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম মাঝে। ফাটা আর পটল লাফাচ্ছে। চিত্কার করে কিছু বলছে। বাবাও পালটা কিছু বলছে। বৃষ্টি বাড়ছে ক্রমে। বাজ পড়ছে টিনের চাল ভেঙে পড়ার শব্দে..
জিকির দিক থেকে...

।। ১ ।।

গান্স অফ নবারুণ বা নবারুণের গানগুলো! এটাই আমাদের ব্যান্ডের নাম। নামটা নবারুণ বা আমাদের নবারই দেওয়া। গত দু'বছরে আমাদের দলটা এই মফস্সলে মোটামুটি নাম করেছে। আমাদের মালঞ্চপুর ছাড়িয়ে আরও দু'-একটা জায়গায় আমরা এখন শো পাই। তাতে নামকরা ব্যান্ডের গানের সঙ্গে আমরা নিজেদের গানও গাই। এই গান লেখার কাজটা করে নবা আর সুর করি আমরা বাকিরা মিলে। এই বাকিদের দলটা হল, বেস গিটারে আমি, মানে, জিকি। লিড গিটারে বাবা, ড্রাম্সে মোমো আর ভোকালে রব। আমাদের সকলের বয়স এই পঁচিশের আশপাশে। শুধু নবা প্রায় আঠাশ।

নবার একটা ছোট দোকান আছে। সিডির। সেখানে এমনি অরিজিন্যাল সিডির সঙ্গে পাইরেটেড সিডিও বিক্রি করে ও। যে সিনেমাটা আজ বেরল, সেটার সিডি ওর কাছে আজ সন্ধের মধ্যেই পৌঁছে যায়। যদিও হল প্রিন্ট। ঘষা কাচের মতো তার ছবি। তবু লোকজন ৩০-৪০ টাকা দিয়ে সেসবই কেনে।

নবার বাবা-মা নেই। দুই দাদার সংসারে বাড়ির পিছনের দিকে একটা টিনের চাল দেওয়া ঘরে নবা থাকে। সেখানে আমরা গিয়েছি দু'-একবার প্র্যাকটিসের জন্য। কিন্তু নবা চায় না যে, সেখানে আমরা যাই। ওর দাদা-বউদিরা ওর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করে। ও চায় না আমাদেরও সেটা ভোগ করতে হোক। আর আমাদের বাড়িতেও জায়গার সমস্যা আছে। তাই আমরা নদীর ধারে ভাঙা দেউলের কাছে যে পরিত্যক্ত শেডটা আছে, সেখানেই প্র্যাকটিস করি।

এদিকটায় লোকজন বেশি আসে না। একটা ভাঙা দেউল, তার পিছনে জঙ্গল, পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী, আর নদীর পাশে পরিত্যক্ত একটা রেল ইয়ার্ড। সব মিলিয়ে জায়গাটায় একটা কেমন যেন ছমছমে ভাব আছে। অবশ্য এই ছমছমে ভাবের আর-একটা কারণ আছে। ফাটা আর পটল।

নামটা শুনতে যতই হাস্যকর হোক, আমাদের এই গোটা অঞ্চলে ফাটা আর পটলের খুব দাপট। এই যমজ ভাইদু'টি অল্প সময়ের মধ্যেই মাস্তান হিসেবে খুব নাম করে ফেলেছে। ওয়াগন ব্রেকিং থেকে শুরু করে ব্যাঙ্ক ডাকাতি, সব ব্যাপারেই দু'জনে একেবারে ব্লকবাস্টার সফল।

পুলিশ ওদের ধরে মাঝেমধ্যে, কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারে না। আমাদের অঞ্চলের বিখ্যাত উকিল মধু বোস কীসব ফুসমন্তর দিয়ে ওদের ছাড়িয়ে আনে সহজেই।

boiernahshare.blogspot.com

এই ভাঙা দেউলের পিছনের জঙ্গলে একটা থুবা আছে। আসলে ওটা নাকি পুরনো একটা বৌদ্ধ স্তূপ ছিল বলে শোনা যায়। স্তূপটাই লোকমুখে থুবা হয়েছে। সেটা এখন একদম জরাজীর্ণ, তবু তার ভিতরে দু'টো খুপরি পরিষ্কার করে ফাটা আর পটল একটা ছোট হাইডআউট মতো বানিয়েছে। আমাদের প্র্যাকটিসের পর ওরা আমাদের কখনও-সখনও ওই আড্ডায় নিয়ে যায়। সেখানে সলিল চৌধুরী থেকে এ আর রহমান, সবার গানই আমাদের শোনাতে হয় ওদের।

আসলে ফাটা আর পটল পড়ত নবার ক্লাসে। যদিও ক্লাস নাইনের পর আর পড়াশোনা করেনি ওরা, তবু নবার সঙ্গে ওদের দোস্তিটা টিকে গিয়েছে। নবাও খানিকটা বাধ্য হয়েই সেটা মেনে নিয়েছে আর ওর পিছন-পিছন সেই দোস্তির খানিকটা দায় এসে পড়েছে আমাদের ঘাড়েও। এই নিয়ে রব আপত্তি করলেও আমাদের কিছু করার নেই। এমন নিরিবিলি জায়গা কে দেবে আমাদের প্র্যাকটিসের জন্য? এই এখনও তো আমরা ওই আড্ডাতেই আছি। ফাটা আর পটল গিয়েছি পাশের খুপরিতে, তাই আমি এত কথা বলার সুযোগ পেলাম।

"এই, কী করছিস?" রব বিরক্ত হল।

দেখলাম পাশের তাকের থেকে একটা বাক্স নামিয়েছে নবা।

আমি বললাম, "ওদের জিনিস নিয়ে কেন ঘাঁটাঘাঁটি করছিল, নবা?"

"দ্যাখ না," নবা বাক্সটা মাটিতে রেখে তার ডালা খুলল, "আমায় ফাটা দেখিয়েছে। এই দ্যাখ!"

আমরা সকলে মুখে অনিচ্ছে দেখালেও বাক্স খোলামাত্র হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

"ওরে বাবা!" আমি অবাক হলাম।

বাবা বলল, "কী?"

"ধ্যাত! তোকে কে ডেকেছে? ওই দ্যাখ," মোমো খেঁকিয়ে উঠল।

আর আমরা দেখলাম, বাক্সের ভিতর নানা মাপের ছ'টা পিস্তল।

"এটা সবচেয়ে দামি। নাইন এমএম, চাইনিজ় মাল। এক ম্যাগাজ়িন ফায়ার করলেও নল ফাটে না," নবা বিশেষজ্ঞের মতো পিস্তলটা হাতে তুলে সামনে ঝোলানো একটা পারা-ওঠা আয়নায় দেখল নিজেকে। বলল, "ওহ্, হাতে নিলেই পুরো জিওগ্রাফি পালটে যায়। ক্যালানেও কার্তিক হয়ে ওঠে।"

"আবে..." একটা গালি দিয়ে পিছন থেকে এসে ফাটা বন্দুকটা তুলে নিল, "এটা লোডেড! হিরোগিরি দেখাতে হলে হিরোইন ধর। বন্দুক নিয়ে পেঁয়াজি করিস না।"

"হিরোইন?" বাবা হাসল, "সে তো ওর আছে। তোমরা জানো না?"

.....

boierpathshala.blogspot.com

।। ২ ।।

গীতিসমূহার সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল বছরখানেক আগে, ওদের কলেজের ফেস্টে। সেখানে আমাদের প্রোগ্রাম জমে গিয়েছিল খুব। নবার লেখা দু'টো গান হিট হয়েছিল বেশ। রব কেরামতি দেখিয়ে আলাপ করেছিল গীতির সঙ্গে। কিন্তু আমাদের সকলকে ছেড়ে গীতি ধরেছিল নবাকে। কারণ, ও জানতে পেরেছিল গানদু'টো নবার লেখা।

সেই থেকে নবার সঙ্গে গীতির আলাপ। এই একবছরে সেই আলাপটা অনেক বেড়েছে। আর আমরা জানি, নবা প্রেমে পড়েছে গীতির। কিন্তু বলার সাহস এখনও পায়নি। নবাকে এই নিয়ে আমিও বলেছি। কিন্তু ও বলে যে, ওর ভয় লাগে। আসলে গীতিরা খুব বড়লোক। ওদের বাড়ি দেখলে চোখ এমন ট্যারা হয়ে যাবে যে, পরের জন্মেও সেই ট্যারা চোখ নিয়েই মানুষ জন্মাবে। নবার মতো গীতিরও বাবা-মা নেই। দাদার প্রচণ্ড শাসনে থাকে মেয়েটা। ওর দাদা নাকি কানাঘুষোয় শুনেছে, গীতির সঙ্গে নবার বন্ধুত্বের ব্যাপারটা। কিন্তু গীতি দাদাকে বলেছে, এটা জাস্ট বন্ধুত্বই। আর দাদাটির সামনে একবার নবাও ভয়ে বলেছে, গীতি ওর বন্ধুর বেশি কিচ্ছু নয়।

আমি শুনে খুব রেগে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, "তোর ব্যাকবোন নেই? দাদাটা তোকে এসে ভড়কি দিল, আর সঙ্গে-সঙ্গে তুই ভয় পেয়ে প্রেমের কথা ভুলে বন্ধু বলে দিলি?"

নবা বলেছিল, "জানিস না তো ওর দাদাকে! কত গুন্ডা ওর পোষা জানিস? আমাকে মেরে, পুঁটলি বেঁধে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে। ভয়ের চোটে তো বোন বলে ফেলেছিলাম আর-একটু হলে!"

আমি বলেছিলাম, "সাহস না থাকলে কিচ্ছু হয় না, বুঝেছিস, নবা?"

আজও সেই কথাই হচ্ছিল আমাদের। মধু উকিলের বাড়িতে নবার খুব যাতায়াত। মধু উকিলের স্ত্রীর নানান ফাইফরমাশ খেটে দেয় নবা। মধু উকিলের খুব বিশ্বস্ত লোক হিসেবে এই অঞ্চলে ওর নাম আছে। আজ মধু উকিলের বাড়ি থেকে নবা দোকানে এসে বসামাত্র রব বলল, "এটা কিন্তু ঠিক করছিস না তুই। আমাদের ব্যান্ডের একজন মেম্বার এমন ফাইফরমাশ খেটে বেড়াবে, সেটা কিন্তু আমাদের নামের পক্ষে খারাপ। এসব তুই বাদ দে। একেই তো গীতির সঙ্গে তোর বন্ধুত্বের জন্য ওর দাদার কোনও সাপোর্ট আমরা পাচ্ছি না। তারউপর তুই যদি এমন ড্যামেজ করিস..."

"দাঁড়া, দাঁড়া," মোমো বাধা দিল, "গীতির দাদার সাপোর্ট মানে?"

রব বলল, "আমি গিয়েছিলাম ওর দাদার কাছে। ওদের বড় রিসর্ট আছে কয়েকটা। সেখানে ওরা প্রতিমাসে কালচারাল নাইট করে, ভাল টাকা দেয়। গিয়েছিলাম চান্সের জন্য। বলল, নবারুণকে ওর পছন্দ নয়, তাই কাজ দেবে না। মাইরি, নবা, তুই ওই গীতির থেকে দূরে থাক তো!"

boierpahshala.blogspot.com

বাবা বলল, “এমন করে বলছিস, রব? প্রেমের মানে তুই জানিস?”
“তুই জানিস?” রব খ্যাঁক করে উঠল, “ক্লাস টুয়েল্ভে মনে নেই, জিনিয়া বলে মেয়েটাকে সন্ধেবেলা ওদের বাড়ির পাঁচিল টপকে প্রেমপত্র দিতে গিয়ে ওর মাকে সেই প্রেমপত্র দিয়ে এসেছিলি? মনে নেই, জিনিয়ার বাবা তারপর থেকে তোকে দেখলেই কেমন তাড়া করত? তুই তো প্রেমের অক্সফোর্ড, কলিন্স সংসদ কম্বাইন্ড। একদম কথা বলবি না!”
বাবা প্রতিবাদ করে কিছু বলতে গিয়েও চুপ মেরে গেল। তারপর রবের পিছনে এসে দাঁড়ানো কাউকে দেখে হাসল বোকার মতো। আমরাও মাথা ঘুরিয়ে অবাক হলাম খুব। আরে, গীতি!
“তুমি?” নবা ওর ছোট্ট দোকান থেকে লাফ দিয়ে নামল।
“তোমার সঙ্গে খুব দরকার আমার,” বলল গীতি। ওকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কিছু একটা হয়েছে।
“বলো।”
গীতি আমাদের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করল। তারপর নবাকে বলল, “ইয়ে, শুধু তোমার সঙ্গেই দরকার।”
আমি বললাম, “তোরা কথা বল, নবা। আমরা ওই পাশটাতে আছি।”
ওদের সুযোগ করে দিয়ে আমরা উঠে কাছের পার্কের দিকে এগিয়ে গেলাম।
রব পথের একটা ছোট্ট পাথরকে শট মেরে বলল, “শালা মেয়েটা কী চায়, বল তো? দাদাকে বলছে, ও জাস্ট বন্ধু, কিন্তু এখানে এসে এমন ভাব করল যেন কুড়িবছরের দাম্পত্য। মেয়েদের এই খিটকেল কেসগুলো আমি বুঝি না মাইরি!”
সত্যি, তখন আমিও বুঝিনি। কিন্তু পরে যখন শুনেছিলাম, গীতি কী বলতে এসেছিল, তখন বুঝেছিলাম, নবার কেস সত্যি খিটকেল!

.....

।। ৩ ।।

‘সে কী রে? পঞ্চাশহাজার টাকা?” আমি চিত্‌কার করে উঠলাম, “ কী করবি অত টাকা দিয়ে?”
আমার প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গে মোমো আর বাবাও নবার দিকে তাকাল। ভাগ্যিস রব নেই এখানে! থাকলে আর নবার রক্ষা থাকত না।

boierpathshala.blogspot.com

নবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “গীতির জন্য দরকার।”

“গীতির জন্য মানে?” আমরা অবাক হলাম।

নবা বলল, “ওর ওই পাষণ্ড দাদাটা একটা ছেলের সঙ্গে গীতির বিয়ে ঠিক করেছে। ছেলেটার সঙ্গে গীতি মিটও করেছে একবার। এটাই বলতে যে, ও এখন বিয়ে করবে না। ওর অনেক পড়াশোনা বাকি। আর ছেলেটা সেখানেই একটা শর্ত দিয়েছে।”

“শর্ত? কী শর্ত?”

“ছেলেটা বলেছে, ওর পঞ্চাশ হাজার টাকা বিশেষ দরকার। ওরও বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। তা গীতি যদি সেই টাকাটা ওকে দেয়, তবে ও বলবে, গীতিকে ওর পছন্দ নয়।”

“অ্যাঁ? মানে? আমি তো বাবার জন্মে এমন শুনিনি,” বাবা হাঁ করে বলল।

“তোর আর কতটুকু জন্ম?” নবা মাথা নাড়ল, “কেমন ছেলে, বুঝলি? এর সঙ্গে বিয়ে? ওটা দাদা, না গাধা? গীতির নাকি অনেক টাকা। ওই পঞ্চাশ হাজার টাকা নাকি ওর কাছে কোনও ব্যাপার হবে না বলেছে ছেলেটা। জানে তো না, ওর দাদাটা চিপ্পুস মাল। ওয়ান পাইস ফাদার মাদার! গীতিকেই মাসে সামান্য পকেটমানি দেয়। মেয়েটা কী করবে বুঝতে না পেরে আমায় বলেছে। বলেছে, আমি যদি টাকাটা দিয়ে দিই এখন, তবে কিছুদিনের মধ্যেই ও শোধ করে দেবে।”

“কিছুদিনের মধ্যে শোধ? কেমন করে?” মোমো ভুরু কোঁচকাল।

“ওর এক দূর সম্পর্কের মামা থাকে দুবাই। খুব ভালবাসেন গীতিকে। তার থেকে চেয়েছিল। কিন্তু মামা বলেছেন যে, এখন পারবেন না। পরে ঠিক দিতে পারবেন। তাই, আমায়...”

“তুই এসব বিশ্বাস করিস? মেয়েটা ঢপ মারছে না তো?” মোমো শক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল।

“ও আমায় মিথ্যে বলবেই না, আমি জানি। অমন ছলছলে চোখে কেউ মিথ্যে বলে না,” নবা ফিফটিজ়ের সিনেমার হিরোর গলায় বলল।

“তোরা এখানে?” আমাদের কথার তাল কেটে খানিকটা মাটি ফুঁড়েই যেন উদয় হল রব, “পুলিশ খুঁজছে আমাদের সবাইকে!”

boiRboi.blogspot.com

“কী হয়েছে?” আমি অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলাম।
“মানে?” বাবা প্রায় পড়ে গেল টুল থেকে, “আমি তো আর কাউকে প্রেমপত্র দিইনি।”
রব রাগের গলায় বলল, “ছাগল তুই? ফাটা আর পটল নাকি বড়সড় একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করেছে। ওদের খোঁজ পেতে আমাদের ইন্টারোগেট করবে পুলিশ।”
“কী হবে তবে?” আমার গলা শুকিয়ে এল।
“কী আর? পুলিশের ঝাড় খেতে হবে,” রব, নবার দিকে তাকিয়ে বলল, “সব তোর জন্য। কীসব বন্ধু জোগাড় করেছিস! ফাটা, পটল... যেন পচা বাজার! তোর জন্য যে আর কী-কী খেল দেখতে হবে, কে জানে!”
.....
।। ৪ ।।
পুলিশ এসে আমাদের ধরে জেরা করবে আর সত্যি কথা বললেও বিশ্বাস না করে বেদম ক্যালাবে, এটা ভেবেই আমাদের সব গানবাজনা লাটে উঠেছিল। এমনকী, ওই টাকার কেসটাও আমরা বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছিলাম।
কিন্তু কিছুই হল না। সপ্তাহ ঘুরতে না-ঘুরতেই দেখালাম, ফাটা আর পটল বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রোল-মোগলাই খেয়ে আগের মতোই দাম না দিয়ে চলে যাচ্ছে। নবা বলল, “মধু উকিল থাকতে আমরা কি কভু ডরাই ভিখারি রাঘবে?”
ফলে পুলিশের টেনশন কাটতেই আবার ধেয়ে এল সেই পঞ্চাশহাজার টাকা। সন্ধেবেলা দোকানের সামনে আজ শুধু আমি আর নবা বসে। অন্যরা নেই।
আমি দেখছি নবার মুখে আজ অন্যরকম একটা আলো। বললাম, “কী রে, এই লোডশেডিংয়ের বাজারে অমন তুবড়ির আলো ছোটাচ্ছিস?”
নবা বলল, “আরে জানিস না, গতকাল মা কালী ভাণ্ডারের মোড়ের কাছে গীতির দাদা আমায় ধরে হেভি ঝাড় দিয়েছে। বলেছে, আমি যদি গীতির থেকে নিজেকে না সরাই তবে নাকি আমার পিঠের চামড়া তুলে ডুগডুগি বাজাবে। রব আর মোমো তখন আমার সঙ্গেই ছিল।”
“এতে তোর মুখে আলো জ্বলল!” আমি এমন অবাক হয়ে গেলাম যে আমার মুখটা অরণ্যদেবের খুলি গুহার মতো হাঁ হয়ে গেল।
“আহ্, তোর সবটাতেই হাফ টাইম দেখে খেলার রেজ়াল্ট জেনে নেওয়ার চেষ্টা,” নবা বিরক্ত হল, “আরে দাদা তো ক্যালাবে বলেছে, কিন্তু বোন যে আমার কথা সারারাত চিন্তা করেছে, তার বেলা?”

boiernathshop.blogspot.com

“মানে?” আমি বুঝতে পারলাম না।

“মানে, গীতি আজ বলল যে, ও নাকি গতকাল সারারাত আমার কথাই ভেবেছে। আমি ওই টাকাটা দেব বলেছি, তার কথাই ভেবেছে।”

“ও টাকার কথা ভেবেছে, তাই বল,” এবার আমার বিরক্ত হওয়ার পালা, “বলেছে হামিংবার্ড, আর তুই প্রথম দু’টো শব্দ ধরে হামি খাওয়ার কথা ভাবছিস! কে হাফ টাইম অবধি শুনছে! টাকার কথা বলেছে মেয়েটা, অমন বড়লোকের মেয়ে তোর মতো একটাকে ধরেছে টাকার জন্য। মাইরি আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না। আর তুই-ই বা টাকা দিবি কেমন করে?”

নবা হাসল, “সেটাই তো আসল, কাকা। এই দ্যাখ!” আমায় অবাক করে ও প্যান্টের পকেট থেকে পঞ্চাশটা লালচে হাজার টাকার নোট বের করে নাচাল!

“ওরে শালা!” আমার চোখ দানাদারের মতো গোল হয়ে উঠল, “ফাটারা তোকে ব্যাঙ্ক ডাকাতির কাট দিয়েছে নাকি?”

নবা এদিক-ওদিক তাকিয়ে টাকাটা পকেটে চালান করে দিয়ে বলল, “মধু উকিলের টাকা। আমায় ক্যাশ একলাখ দিয়ে বলেছিল যে, আমি যেন সেই ডায়মন্ড হারবারে ওর এক বুড়ি আত্মীয়াকে দিয়ে আসি। কী সব জমির বায়না করার টাকা। মধু উকিলরা তো প্রায় তিনসপ্তাহের জন্য সাউথ ইন্ডিয়া টুরে গিয়েছে। তাই টাকাটা আমায় পৌঁছে দিতে বলেছে। বুড়ির কোনও মোবাইল নেই। ফলে নো যোগাযোগ। আর মধু উকিলের কাছে লাখটাকা তো হাতের ময়লা। ওরা আসতে-আসতে গীতি দুবাই থেকে টাকা পেয়ে যাবে, আর আমি সেটা ম্যানেজ করে নেব।”

“তুই মাইরি এবার শিওর জুতো খাবি। মধু উকিলের টাকা মেরে তুই প্রেমের পকেট ভরছিস! জানিস না, মালটা কেমন ডেঞ্জার পিস!” আমার নিজেরই ভয় লাগল এবার।

“অত ভয় পেলে চলে না, কাকা। সব ম্যানেজ হয়ে যাবে। তুই বলেছিলি না, ভয় পেতে নেই?”

আমি আরও কিছু বলতে যাব, কিন্তু হঠাত্ নবা তিড়িং করে লাফ মেরে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। আমি থতমত খেয়ে দেখলাম, গীতিসমূহা এসে দাঁড়িয়েছে দূরে।

boiernathshala.blogspot.com

নবা চারমিনিট সময় নিল ঠিক। পকেট থেকে খামটা বের করে এগিয়ে দিল গীতিকে। গীতি কিছু একটা বলল নিচুস্বরে, আর নবা তাই শুনে এঁকেবেঁকে লাউগাছকে লজ্জায় ফেলে হাসল খুব। মেয়েটা চলে গেল, আর নবা আরও উজ্জ্বল হয়ে ফিরে এল আমার কাছে। বলল, "জিকি, ও কী বলল জানিস?"

"না, তবে আন্দাজ করতে পারছি।"

"গীতি বলল, আমি যে ওর কতখানি সে নিয়ে ও আর কী বলবে! ভাব একবার, জিকি, ভাব! দেখি, এবার ওর দাদা কী করে।"

.....

।। ৫ ।।

দাদাটি বলল না কিছু, অ্যাকশন দেখাল দু'দিনের মাথায়। গঙ্গার কাছে শেষ বিকেলে তিনটে লোক আচমকা চ্যাঙাব্যাঙা করে মারল নবাকে, আর যাওয়ার মুখে বলল, "তোর রোমিওগিরি এবার ছাড়। না হলে শ্মশানে তন্দুরের বন্দোবস্ত করা হবে।"

মুখে সুপুরি ঢুকেছে, এমন জিওগ্রাফি নিয়ে শুয়ে থেকে পাঁচদিনের দিন রবিবার বিকেলে দোকানে এলে নবা। আমরা ওকে ঘিরে ধরলাম। রব বলল, "তোর কি এবার শিক্ষা হয়েছে?"

মোমো বলল, "আর ওই মেয়েটাকে কেন, ওর পাড়ার নাম পর্যন্ত মনে আনবি না।"

আমি বললাম, "নবা, শুধু মধু উকিলের টাকাটা কী করে শোধ দিবি একবার ভাব। মনে তো হয়, দুবাইয়ের গল্পটা পুরো গুপি।"

আর বাবা বলল, "মার কা বদলা মার! ফাটা আর পটলকে দিয়ে দাদাকে পালটা প্যাঁদানি খাওয়া।"

নবা শুনল সবটা। তারপর চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। যেন সমস্ত সওয়াল-জবাব শোনার পর জজসাহেব তাঁর রায় দেবেন। "আমি অন্য একটা কাজ করব," নবা উঠে দাঁড়াল।

আমরা সমস্বরে জানতে চাইলাম, "কী?"

"দেখবি? চল।"

রবিবার গীতবিতানে গান শিখতে আসে গীতি। আমরা যখন গিয়ে দাঁড়ালাম গীতবিতানের সামনে তখন সবে একটা ব্যাচ ভেঙেছে। দেখলাম, দুধ সাদা বড় সেডানটার দিকে বই বুকে চেপে এগিয়ে যাচ্ছে গীতি। আরও অবাক হয়ে দেখলাম যে, গাড়িতে ওর দাদা বসে।

নবা আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "দ্যাখ এবার।"

আমরা দেখলাম, নবা হনহন করে এগিয়ে গেল গীতির দিকে, আর ঠিক গাড়ির দরজার সামনে ধরে ফেলল গীতিকে। সর্বনাশ! এবার?

boiernathshop.blogspot.com

নবা, গীতির পথ আটকে বলল, “আই লাভ ইউ, গীতি। তোমাকে ছাড়া আমার জীবনের কোনও মানে নেই। তুমি আমায় বিয়ে করবে?”

আমি শুনলাম, বাবা পাশ থেকে চাপা গলায় বলল, “সুপুরি হয়েছিল, এবার মুখে ডাব গজাবে।”

আমরা সকলে কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালাম। দাদাটি মুখচোখ লাল করে বেরিয়ে এল গাড়ির বাইরে। আমাদের দম বন্ধ হয়ে গেল। এবার কী হবে?

গীতি হাত তুলে দাদাকে দাঁড় করাল, তারপর গাড়ির জানালা দিয়ে বইগুলো গলিয়ে দিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল নবার।

নবা আবার বলল, “আই লাভ ই...”

ঠাস! হাফটার্নে ঘুরে সকলকে চমকে দিয়ে নবাকে চড় মারল গীতি। দাঁত চেপে বলল, “পেলে উত্তর? শান্তি?”

নবার মুখটা কেমন হয়ে গেল যেন। ও হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে। সারা জায়গাটা কেমন যেন নিঝুম হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। আমরা দেখলাম, গীতির দাদা হাসছে। কোমরে হাত দিয়ে মাথা চিতিয়ে হাসছে। মনে হল, গত পুজোয় দেখা কংসবধ পালা থেকে স্বয়ং কংস এসে হাজির হয়েছে।

বাবা আমাদের কানের কাছে ফিসফিস করল, “এবার বাকি রইল মধু উকিল।”

.....

।। ৬ ।।

মধু উকিল ঘুরে এসেই খবর পেয়ে গেল যে, ওর দেওয়া একলাখ টাকা থেকে পঞ্চাশহাজার প্রেমের অ্যাকাউন্টে খরচ হয়েছে। আর তার সঙ্গে টক-মিষ্টি-ঝালসমেত পেয়ে গেল নবার প্রেমের গ্রাফটাও। ব্যস, আর যায় কোথায়! যে মধু উকিল নবাকে এত ভালবাসত, সে ওর বাড়িতে পুলিশ পাঠাল। তারা ওর দুই দাদাকে খুব রগড়াল। তাতেও শান্ত না হয়ে মধু উকিল ফাটা আর পটলকে দিয়ে তুলিয়ে নিয়ে গিয়ে মার খাওয়াল নবাকে। আলটিমেটাম দিল যে, সাতদিনের ভিতর যেন বাকি টাকাটা নবা মিটিয়ে দেয়।

খবরটা নবার কাছ থেকে শুনে অবাক হয়েছিলাম আমরা। “ফাটা আর পটল তোকে মারল?” আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

নবা ওই ছোটনাগপুর মালভূমির মতো মুখ নিয়ে বলেছিল, “তাও তো বন্ধু বলে কম মেরেছে। ওরাই বা আর কী করবে বল ? অত বড় ব্যাঙ্ক ডাকাতির পর মুধ উকিলই তো বাঁচাল ওদের। একটা কৃতজ্ঞতা থাকবে না?”

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলাম নবার দিকে, “কার জন্য এতসব করলি, নবা? ওই মেয়েটার জন্য?

boiernathshara.blogspot.com

সবার সামনে যে তোকে হেনস্থা করল? তোর কাছ থেকে টাকা নিয়ে যে তোকে ঠকাল? যার দাদা গুন্ডা দিয়ে মার খাওয়াল? কাকে ভালবেসেছিলি তুই? এই প্রেমের থেকে কী পেলি?"

"আমি তো সত্যি ভালবেসেছি। তার বেশি তো ভাবিইনি কিছু" নবার গলাটা কেমন বুজে আসছিল।

আজ সকাল থেকে মেঘ করে আছে খুব। হাওয়া দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই বোধ হয় শুরু হল বৃষ্টি। আমি বসেছিলাম আমাদের বাড়ির বারান্দায়। আজ ছুটি হলেও আড্ডায় যাইনি। গত পরশু থেকে নবাকে দেখিওনি আমি। শুধু শুনেছি, ওর দাদারা ওকে বের করে দিয়েছে বাড়ি থেকে। বাস গুমটির ওখানে নাকি নবা শুচ্ছে রাতে। দোকানে তো আর শোওয়ার জায়গা নেই। কী যে হল ওর জীবনটার

"জিকি, এই জিকি।"

আমি দোতলার বারান্দা থেকে ঝুঁকে দেখলাম রাস্তায় মোমো দাঁড়িয়ে। বললাম, "কী কেস? অমন হাঁপাচ্ছিস কেন?"

মোমো বলল, "নেমে আয় মগডাল থেকে। নবাকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"মানে? দাঁড়া, আমি আসছি।"

মোমোর সামনে এসে দাঁড়াতেই ও বলল, "গত পরশু রাতে আমি দেখেছিলাম ওকে। কেমন লাল চোখ, উসকোখুসকো চেহারা। বলল, গীতি নাকি অন্য ছেলের সঙ্গে ঘুরছে। বলল, ও সব সহ্য করতে পারবে, কিন্তু এটা পারবে না। ও নাকি সুইসাইড করবে।"

"ভাগ! বলল আর অমনি হয়ে গেল, না?" আমি নিজেকেই যেন বললাম কথাগুলো।

"ওকে আজ সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, জিকি। মোবাইলও অফ।"

"অফ মানে? চল তো, খুঁজি।"

আমি মোবাইলে রবকে কথাটা জানিয়ে মোমোর সঙ্গে বেরলাম।

না, কোথাও খুঁজে পেলাম না নবাকে। কোথায় গেল ও? ছেলেটা কি কর্পূর? যখন বুঝতে পারছি না, কী বলব, তখন দেখলাম, ফাটা আর পটল হন্তদন্ত হয়ে আসছে আমাদের দিকে।

"নবা মালটা কোথায় রে?" পটল চোয়াল শক্ত করে জিজ্ঞেস করল।

"কেন? কী হয়েছে?"

"মালটা গতকাল রাতে এসে বলল, আজ সকালে নাকি মধুদা আমাদের ডেকেছে। গিয়ে শুনি কিছুই ডাকেনি। বরং এমন করে সব ক্লায়েন্টদের সামনে গিয়েছি বলে মধুদা খিস্তি করল। কেন এমন ঢপ মারল, বল তো? কোথায় মালটা? সেদিন বন্ধু বলে কম মেরেছি। আজ পেলে..."

"গতকাল রাতে দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে?" অবাক হলাম আমি।

boierpathshala.blogspot.com

“না তো কি আমি ফালতু বলছি? মালও তো খেলাম একটু। তারপর যাওয়ার সময় দেখা করার কথাটা বলল।” ফাটার কথাটা শুনে মনে হল, নবার ঝাড়টা আমি খাব।

“এই জিকি।” রবের গলা শুনে আমরা সকলে রাস্তার ওপারে তাকালাম।

রব চেঁচিয়ে বলল, “বটতলার ন্যাড়াদা বলল, নবাকে নাকি সকালে দেউলের ওদিকে যেতে দেখেছে।”

“দেউল!” আমরা সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম।

মেঘের জন্যই কেমন যেন আবছা আর অন্ধকার লাগছে দেউলটা। আমরা দেউল পেরিয়ে সকলে দ্রুত ঢুকলাম থুবায়। এর ভিতরটাও অন্ধকারে মেরুন হয়ে আছে। ফাটা হাত বাড়িয়ে ব্যাটারি ল্যাম্পটা জ্বালল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই আঁক করে উঠল একদম।

মেঝেতে টিনের বড় বাক্সটা খোলা, আর তাতে পাঁচটা দেশি বন্দুক দেখা গেলেও ওই চাইনিজ় নাইন এমএম-টা নেই!

আমি মোমোর দিকে তাকালাম। ও আমার দিকে তাকিয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, “তবে কী, তবে কী নবা...”

বাইরে হঠাত্ পায়ের শব্দ শুনলাম আমরা। তারপর বাবার গলার ডাক পেলাম, “জিকি, মোমো, তোরা আছিস?”

আমি, রব আর মোমো প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। দেখলাম, বৃষ্টি শুরু হয়েছে, আর তার ভিতর দাঁড়িয়ে বাবা কেমন যেন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

“কী হয়েছে?”

“তোরা শুনিসনি? গীতি... খুব কেস হয়েছে... খুব...” বাবা শেষ করতে পারল না কথাটা। থুবার ভিতর থেকে চিত্কার করতে-করতে বেরিয়ে এল ফাটা আর পটল। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম মাঝে। ফাটা আর পটল লাফাচ্ছে। চিত্কার করে কিছু বলছে। বাবাও পালটা কিছু বলছে। বৃষ্টি বাড়ছে ক্রমে। বাজ পড়ছে টিনের চাল ভেঙে পড়ার শব্দে। ফাটাদের লাফ আর বাবার চিত্কার জড়িয়ে জান্তব আওয়াজে পরিণত হয়েছে। আর এসবের ভিতরে দাঁড়িয়ে আমি বুঝতে পারছি না, কিছুতেই বুঝতে পারছি না শেষপর্যন্ত কী হল নবার।

.....

শেষটুকু

পূর্ণিয়ায় চোরা পকেটের মতো একটা হাফ মফস্সলে বসে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি জিকিদের মুখটা। এটা একটা দু’কামরার ফ্ল্যাট। না শহুরে ফ্ল্যাট নয়, একটা বড় বাড়ির বাইরের দিকে অংশ। ভাড়া নিয়েছি আমি।

boierpathshala.blogspot.com

কুড়িহাজার ডিপোজ়িট আর আসবাবের জন্য তিরিশহাজার টাকা। মোট পঞ্চাশ হাজার লেগেছে। এখানে আমি নিশ্চিন্ত। মানে, অনেকটাই আর কী! যে মানুষ পালায়, সে কি আর পুরো নিশ্চিন্ত হতে পারে? দাদাদের কাছে কুকুর-বিড়ালের মতো জীবন ছিল আমার। ছোট্ট একটা দোকান যেন তেল শেষ হয়ে যাওয়া ট্রাক, চলতেই চাইত না। তারপর গানের দল। তাতেও সকলে যে আমায় পছন্দ করত, এমন নয়। এই মরুভূমির মতো জীবনে আমার নিজের বলতে ছিল গীতি। লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট যাকে বলে, আমার তাই হয়েছিল। মনে হয়েছিল, এই তো, একেই তো খুঁজছি জীবনভর! মনে হয়েছিল, একে না পেলে বেঁচে কী লাভ!

কিন্তু গীতির দাদা যে কী সাংঘাতিক মানুষ, তা আমি জানতাম না। না, না, আমায় মেরেছে বলে নয়। আমার সঙ্গে মেলামেশার সন্দেহে গীতিকে ওর দাদা নাকি উলঙ্গ অবস্থায় ঘরে বন্ধ করে রাখত। বেল্ট দিয়ে মারত। খেতে দিত না। বাপ-মামরা মেয়েটার যে কী অবস্থা হত, তা আমি ভালই বুঝতাম। তাই একদিন ঠিক করলাম, আর না! এই লাঞ্ছনা আর কষ্টের থেকে বেরতে হলে ঘোরাতে হবে জীবনকে। জবরদস্ত একটা মোচড়ে পালটে ফেলতে হবে সবকিছু। এমন কিছু করতে হবে যা মানুষ চিন্তাও করতে পারবে না। জিকির কথায়, সাহস দেখাতে হবে।

boierpathshala.blogspot.com

ব্যস, গীতিকে একদিন বললাম প্ল্যানটা। ও প্রথমে মানতেই চায়নি। পরে ঠান্ডা মাথায় বুঝিয়ে রাজি করালাম ওকে। তলায়-তলায় কলকাতায় আমার এক পরিচিতের মাধ্যমে এই অঞ্চলে বাড়ি ঠিক করলাম। বন্ধুদের অ্যালিবাই রেখে গীতিকে দিয়ে চাওয়ালাম পঞ্চাশহাজার টাকা। কিন্তু গীতির ওই টাকা নিতে আসাটা ওর দাদার লোকেরা দেখে ফেলল। ভাবল, আমরা দেখা করছি।

ব্যস, দাদার লোকেরা আমায় মারল। কিন্তু গীতির এতে কোনও হাতে নেই বোঝাবার জন্য ওকে গীতবিতানের সামনে সাজানো প্রপোজ় করলাম। গীতি ওর নিজের নামটা ক্লিয়ার করল সকলের সামনে আমায় চড় মেরে অপমান করে। দাদাটি কনভিনস্ড হল এতে।

এবার স্টেপ টু। আরও টাকার দরকার আমার। নতুন জায়গায়, নতুন আইডেন্টিটি নিয়ে বাঁচতে হলে দরকার অনেক টাকা। তবে এ জন্য আমায় খাটতে হল না বিশেষ। ব্যাঙ্ক ডাকাতি করার বেশ কিছুদিন পর

ফাটা আর পটল প্রায় পঁচিশলাখ টাকা এনে রেখেছিল থুবার পিছনের খুপরিতে। ফাটা বলেছিল আমায়। সেটা সত্যি কিনা যাচাই করতে আমি সেই রাতে ওদের ঠেকে গিয়েছিলাম। সেরাতে নেশার ঘোরে ফাটা কথাটা আবার কনফার্ম করেছিল। আমি প্ল্যানমতো মধু উকিলের নামে ওদের মিথ্যে বলে সকালবেলাটায় ওদের সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করাম থুবার থেকে।

তারপর থুবা ফাঁকা হতেই পিছনের খুপরির মেঝের পাটাতন সরিয়ে টাকা নিয়ে চম্পট দিলাম। যাওয়ার আগে শুধু নিলাম চাইনিজ় নাইন এমএম। প্রোটেকশনও যে জরুরি। ফাটা আর পটল ভেবেছিল, থুবা জায়গাটা খুব সেফ। মধু উকিলের কথায় আমায় যখন ওরা মারছিল, আমি মনে-মনে হেসেছিলাম। জানতাম, আমারও সময় আসবে।

মালঞ্চপুর থেকে রানাঘাট, লালাগোলা, কিসানগঞ্জ হয়ে পূর্ণিয়া। এখানে সময়ে এসেছে আমার। এখানে আমি আবার শুরু করেছি আমার জীবন, আমাদের জীবন। কথামতো আমার সঙ্গে লালগোলায় এসে দেখা করে গীতি। আসার আগে বাড়িতে চিঠি লিখে এসেছিল ও। সেটা সারা টাউনে চাউর হতে নিশ্চয়ই বেশি সময়ও নেয়নি।

গীতি এখন আমার কাছে। ওকে আমি ভালবাসি, এটাই আমার জোর। ওকে ছাড়া জীবন ভাবতেই পারি না আমি। গীতিসমূহা মানে গানগুলো, গান্স! আর আমি বিশ্বাস করি, গানগুলো নবারুণের। আমার ইংরেজিতে, গান-S অফ নবারুণ!

boierpathshala.blogspot.com